

# বিদেশে উচ্চশিক্ষার সেরা ৫ দেশ

খালিদ আহমেদ রাজা

১৬ মে ২০২৬, ১২:০০ এএম



বিদেশে উচ্চশিক্ষা এখন শুধু ডিগ্রি অর্জনের বিষয় নয়; এটি ক্যারিয়ার, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, উন্নত জীবনমান এবং ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার একটি বড় সুযোগ। বাংলাদেশের হাজারো শিক্ষার্থী প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পড়াশোনার জন্য আবেদন করে। তবে সঠিক দেশ নির্বাচন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটি। কারণ প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, খরচ, স্কলারশিপ, কাজের সুযোগ এবং স্থায়ীভাবে থাকার সম্ভাবনা ভিন্ন। বর্তমান সময় ২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি দেশ বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণার সুযোগ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং পড়াশোনা শেষে কাজের সুযোগের কারণে এসব দেশ শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দে পরিণত হয়েছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ২০২৬ সালের সেরা পাঁচ দেশ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন খালিদ আহমেদ রাজা

## কম খরচে বিশ্বমানের শিক্ষা জার্মানি

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জার্মানি বর্তমানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেশগুলোর একটি। বিশেষ করে যারা কম খরচে উন্নতমানের শিক্ষা নিতে চান, তাদের জন্য এটি স্বপ্নের গন্তব্য। জার্মানির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুব কম টিউশন ফি কিংবা অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফ্রি শিক্ষা। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরাও এই সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরাও তুলনামূলক কম খরচে ইউরোপে পড়ার সুযোগ পান। দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে প্রকৌশল বিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে জার্মানির সুনাম বিশ্বজুড়ে। এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা পার্টটাইম কাজ করতে পারে। এতে জীবনযাত্রার খরচের একটি বড় অংশ বহন করা সম্ভব হয়। জার্মানির আরেকটি বড় শক্তি হলো এর শিল্প খাত। বিশ্বের অনেক বড় প্রযুক্তি ও অটোমোবাইল কোম্পানির কেন্দ্র এই দেশ। ফলে দক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য চাকরির সুযোগ তুলনামূলক বেশি। তবে জার্মানিতে পড়তে গেলে কিছু ক্ষেত্রে জার্মান ভাষা শেখা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদিও বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যমের প্রোগ্রাম চালু হয়েছে।

## শিক্ষা, চাকরি ও স্থায়ী বসবাসের আদর্শ গন্তব্য কানাডা

গত এক দশকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশগুলোর মধ্যে কানাডা অন্যতম। নিরাপদ পরিবেশ, উন্নত জীবনমান এবং পড়াশোনা শেষে কাজের সুযোগের কারণে দেশটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে শক্ত অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে বিজনেস, হেলথকেয়ার, ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি এবং এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিষয়ে দেশটির খ্যাতি রয়েছে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কানাডার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক। অর্থাৎ পড়াশোনা শেষ করার পর কয়েক বছর বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতা পরে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়। দেশটি মাল্টিকালচারাল হওয়ায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সহজেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে। কানাডায় স্কলারশিপের সুযোগও বাড়ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলক বেশি, বিশেষ করে টরন্টো বা ভ্যানকুভারের মতো বড় শহরে। তাই শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই আর্থিক পরিকল্পনা করা জরুরি।

## ঐতিহ্য ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় যুক্তরাজ্য

উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে যুক্তরাজ্যের অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশ্বের সেরা অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এই দেশে অবস্থিত। ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে ইউরোপ এখনও একটি স্বপ্নের গন্তব্য। দেশটির বড় সুবিধা হলো এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি। যেখানে অনেক দেশে মাস্টার্স শেষ করতে দুই বছর লাগে, সেখানে ইউরোপে তুলনামূলক কম সময়ে ডিগ্রি সম্পন্ন করা যায়। এতে সময় ও খরচ- দুই-ই কমে। বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় যেমন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। বিজনেস, আইন, ইকোনমিক্স, মিডিয়া স্টাডিজ এবং কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে ইউরোপের সুনাম অনেক বেশি। বর্তমানে গ্র্যাজুয়েট রুট ভিসা চালুর ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষে নির্দিষ্ট সময় কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে যুক্তরাজ্যে জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলক বেশি, বিশেষ করে লন্ডনে। এছাড়া টিউশন ফিও

অনেক দেশের তুলনায় বেশি হতে পারে। কিন্তু বিশ্বমানের শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক চাকরির সুযোগের কারণে অনেক শিক্ষার্থী এই খরচকে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে।

### নিরাপদ ও শান্ত শিক্ষাব্যবস্থা দেশ নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ড তুলনামূলক ছোট দেশ হলেও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দেশটির নিরাপদ পরিবেশ, উন্নত জীবনমান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। এখানে শিক্ষাব্যবস্থা গবেষণা ও হাতে-কলমে শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কৃষি, পরিবেশ বিজ্ঞান, পর্যটন এবং গবেষণাভিত্তিক বিষয়ে দেশটির সুনাম রয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। ছোট ক্লাস, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরি করে। এছাড়া পড়াশোনা শেষে কাজের সুযোগও রয়েছে। যারা শান্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পড়াশোনা করতে চান, তাদের জন্য নিউজিল্যান্ড একটি চমৎকার অপশন। তবে দেশটির চাকরির বাজার তুলনামূলক ছোট। তাই কোর্স নির্বাচন ও দক্ষতা উন্নয়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়।

### বিদেশে উচ্চশিক্ষার খরচ

বিদেশে উচ্চশিক্ষার খরচ দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়ভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনার খরচ তুলনামূলক বেশি। বছরে টিউশন ফি প্রায় ১০ থেকে ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এর সঙ্গে থাকা-খাওয়া, যাতায়াত, স্বাস্থ্যবীমা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত খরচ যোগ হলে মোট ব্যয় আরও বাড়ে। তবে জার্মানি, নরওয়ে বা কিছু ইউরোপীয় দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম খরচে বা প্রায় বিনা টিউশন ফিতে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

বিদেশে পড়াশোনার বড় সুবিধা হলো আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, আধুনিক গবেষণার সুযোগ এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন। অনেক দেশে পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন কাজ করার সুযোগ থাকে, যা শিক্ষার্থীদের কিছু খরচ বহনে সহায়তা করে। এছাড়া ভালো ফলাফল করলে বৃত্তি পাওয়ার সুযোগও রয়েছে। বিদেশি ডিগ্রি ভবিষ্যতে ভালো চাকরি ও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই সঠিক পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রস্তুতি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলে তা একজন শিক্ষার্থীর জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

### পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারের বাস্তবমুখী সুযোগ অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অন্যতম পছন্দের দেশ। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, ভালো আবহাওয়া এবং কাজের সুযোগের কারণে দেশটি জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা নয়, বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতাও শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে। দেশটির ক্যানবেরা, মেলবোর্ন, সিডনি, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড ও পার্থে রয়েছে টপ-র্যাংকড বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে প্রতিবছর হাজারো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশেষ করে নার্সিং, পাবলিক হেলথ, ইঞ্জিনিয়ারিং, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া শক্ত অবস্থানে রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি বৈধভাবে কাজ করতে পারে। এতে জীবনযাত্রার ব্যয় সামাল দেওয়া সহজ হয়। এছাড়া পড়াশোনা শেষে পোস্ট-স্টাডি ওয়ার্ক ভিসার মাধ্যমে চাকরির সুযোগও পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার বড় শহরগুলো যেমন : সিডনি, মেলবোর্ন এবং ব্রিসবেন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের

জন্য আধুনিক ও নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করে। তবে অস্ট্রেলিয়ায় টিউশন ফি ও জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলক বেশি। তাই স্কলারশিপ বা আর্থিক পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ।

### শেষ কথা

সবার জন্য একই দেশ সেরা নয়। এটি নির্ভর করে আপনার লক্ষ্য, বাজেট, বিষয় নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর। কম খরচে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলে, পড়াশোনার পর পিআর ও চাকরির সুযোগ চাইলে, দ্রুত মাস্টার্স সম্পন্ন করতে চাইলে, পড়ার পাশাপাশি কাজ করতে চাইলে, শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশ চাইলে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটি। সঠিক দেশ নির্বাচন আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার, জীবনমান এবং আন্তর্জাতিক সুযোগকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে। ২০২৬ সালে জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে শুধু জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নয়, নিজের আর্থিক সামর্থ্য, পছন্দের বিষয়, ভাষাগত দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভালো প্রস্তুতি, সঠিক তথ্য এবং স্পষ্ট লক্ষ্য থাকলে বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেওয়া সম্ভব।